

সংখ্যা - ২ | ৩০ জুন ২০২৪ | www.npa.gov.bd | Hotline : +8809610900800



" স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিতে সর্বজনীন পেনশন স্কিম একটি জনকল্যাণকর পদক্ষেপ।সরকার কর্তৃক চালুকৃত পাঁচটি স্কিমের মধ্যে আপনার জন্য নির্ধারিত স্কিমটিতে অংশগ্রহণ করুন এবং আপনার ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। "

- আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে কেন নিবন্ধিত হবেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে দেশের সকল নাগরিকের জন্য গত ১৭ আগস্ট ২০২৩ খ্রি. তারিখ সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমের শুভ উদ্ধোধন ঘোষণা করেন।বর্তমানে প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা ও সমতা স্কিমে নিবন্ধন সুবিধা চালু রয়েছে। বাংলাদেশী নাগরিক তার জন্য প্রযোজ্য যেকোন একটি স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।৫ম স্কিম হিসেবে 'প্রত্যয়' স্কিম সকল স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহে ১ জুলাই ২০২৪ খ্রি. তারিখ বা তৎপরবর্তীতে যোগদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বাধ্যতামূলক। উল্লিখিত প্রতিঠানসমূহে বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে যাদের নূন্যতম ১০ বছর চাকুরী রয়েছে তারাও ইচ্ছা করলে 'প্রত্যয়' স্কিমে যুক্ত হতে পারবেন।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আকর্ষণীয় দিকসমূহ:

- 🔷 মহান জাতীয় সংসদে পাশকৃত আইনের আওতায় সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু হওয়ায় এটি রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত;
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের যাবতীয় ব্যয় সরকার বহন করায় পেনশন ফান্ডে জমাকৃত অর্থ থেকে তহবিল ব্যবস্থাপনা ব্যয় বহন করতে হবে না বিধায় রিটার্ন বেশি হবে। ফলে এটি বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় পেনশন স্কিম;
- ♦ নিবন্ধনকারীদের মাসিক জমার অর্থ বিনিয়োগ এবং অ্যানুইটি (Annuity) প্রদান ভিন্ন অন্য কোন খাতে ব্যয়ের সুযোগ না থাকা;
- ♦ নিবন্ধনকারীর জন্য প্রয়োজনে যেকোন সময় স্কিম এবং জমার পরিমাণ পরিবর্তন করার সুযোগ;
- 🌰 নিবন্ধন নম্বর ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নিবন্ধনকারীর জন্য পেনশন একাউন্টে অনলাইন সিস্টেমে যেকোন সময় এক্সেস সুবিধা;
- অর্থের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূল্য বিবেচনায় নিয়ে মাসিক পেনশনের হিসাবায়ন করায় এ স্কিম লাভজনক;
- ♦ জমাকারীর প্রাপ্ত মোট পেনশনের পরিমাণ তার জমাকৃত অর্থের ২.৩ গুণ থেকে ২৪.৬ গুণ পর্যন্ত হবার সুযোগ, পেনশনার ৮০ বছরের অধিককাল জীবিত থাকলে প্রাপ্ত মোট পেনশনের পরিমাণ আরো বৃদ্ধির সম্ভাবনা:

বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষের হাতে এককালীন উল্লেখযোগ্য পরিমান টাকা নাও থাকতে পারে যা থেকে তিনি ফিক্সড ডিপোজিট বা সঞ্চয়পত্র বা এ জাতীয় খাতে বিনিয়োগ করতে পারেন।এছাড়া বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মাসিক সঞ্চয় স্কিমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এককালীন আর্থিক সুবিধা পাওয়া গেলেও পেনশন সুবিধা পাওয়া যায় না।ফলে, বৃদ্ধ বয়সে বা অবসরকালীন আর্থিক নিরাপত্তা অনিশ্বয়তার সম্মুখীন হয়। সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণে একজন মানুষ নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হওয়ার পর থেকে আমৃত্যু পেনশন সুবিধা প্রাপ্ত হওয়ায় আজীবন আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্বয়তা রয়েছে। অধিকন্ত, সর্বজনীন পেনশন স্কিম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে পুঁজি গঠনে (Capital Accumulation) উৎসাহিত করবে এবং তা বিনিয়োগে রূপান্তর করার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এ প্রক্রিয়ায় দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে পর্যায়ক্রমে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা সন্তব হলে প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের ব্যয় হ্রাসে সহায়ক হবে। এছাড়াও সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন (Inclusive Development) নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে।



রেজিস্ট্রেশন করতে ভিজিট করুন www.upension.gov.bd

সর্বজনীন পেনশনে ৩,০০,০০০ নিবন্ধনের মাইলফলক অর্জন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সর্বজনীন পেনশন স্কিম উদ্বোধনের ১০ মাসের মধ্যে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধনের সংখ্যা ৩ লক্ষ অতিক্রম করেছে যা একটি মাইলফলক। গত ১০ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ এ মাইলফলক অর্জিত হয়। শুরুতে প্রবাস, প্রগতি, সমতা ও সুরক্ষা নামে ৪টি স্কিম দিয়ে সর্বজনীন পেনশন স্কিম যাত্রা শুরু করে। রাষ্ট্রায়ন্ত, স্ব-শাসিত, স্বায়ন্ত্রশাসিত বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানে ১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বা তৎপরবর্তী সময়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী বাধ্যতামূলকভাবে "প্রত্যয়" স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হবেন। সর্বজনীন পেনশন স্কিমের নিবন্ধন কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ নানাবিধ কার্যক্রমে গ্রহণ করেছে। নিবন্ধনকারীরা যাতে সহজে সাবস্ক্রিপশন জমা দিতে পারেন সে লক্ষ্যে আরো ৮টি ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সর্বজনীন পেনশন ক্ষিমের নতুন ক্ষিম : প্রত্যয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিগত ১৭ আগস্ট ২০২৩ সর্বজনীন পেনশন স্কিমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণার পর প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা ও সমতা নামে চারটি পেনশন স্কিম চালু হয়।সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইনের ১৪(২) ধারা অনুযায়ী বিগত ১৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে জারীকৃত এস.আর.ও নং ৪৭-আইন/২০২৪ এর মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ন্ত, স্ব-শাসিত, স্বায়ন্ত্রশাসিত, সংবিধিবদ্ধ বা সমজাতীয় সংস্থা এবং এদের অধীনস্থ অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকরিতে যে সকল কর্মকর্তা বা কর্মচারী, (তারা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) ১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ ও তৎপরবর্তী সময়ে নতুন যোগদান করবেন তাদেরকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় আনার সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।এস. আর.ও নং ৪৮-আইন/২০২৪ তারিখ ১৩ মার্চ ২০২৪ খ্রি. এর মাধ্যমে জারীকৃত বিধিমালায় "প্রত্যয়" স্কিমের রূপরেখা ঘোষণা করা হয়।নিম্নে "প্রত্যয়" স্কিমের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো:



- রাষ্ট্রায়ত্ত, স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানে ১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বা তৎপরবর্তী সময়ে নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী বাধ্যতামূলকভাবে "প্রত্যয়" স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হবেন।
- উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ০১-০৭-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বা তৎপরবর্তীতে নতুন কর্মচারী হিসেবে যোগদানকারীদের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান অবসর সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে না।
- উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানে কর্মরত যাদের চাকুরি ১ জুলাই ২০২৪ খ্রি. তারিখে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছর অবশিষ্ট আছে তারা স্বেচ্ছায় "প্রত্যয়" স্ক্রিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর প্রাপ্ত মূল বেতনের ১০% বা সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা এর মধ্যে যা কম তা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বেতন হতে কর্তন করা হবে এবং সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রদান করবে।
- প্রত্যয় স্কিমে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক চাঁদা প্রতি মাসের বেতন পরিশোধের পরবর্তী কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বজনীন পেনশন তহবিলে জমা হবে।

- পনশনারগণ আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন।
- পেনশনে থাকাকালীন ৭৫ (পঁচাত্তর) বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে পেনশনার মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি অবশিষ্ট সময়কালের (মূল পেনশনারের বয়স ৭৫ বছর পর্যন্ত) জন্য মাসিক পেনশন প্রাপ্য হবেন।
- চাঁদাদাতা পেনশনযোগ্য বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ মুনাফাসহ তার নমিনি বা নমিনিগণকে এককালীন ফেরত দেয়া হবে।
- সর্বজনীন পেনশনের "প্রত্যয়" ক্ষিমে প্রদত্ত মাসিক জমার বিপরীতে কর রেয়াত পাওয়া যাবে ও মাসিক পেনশন আয়কর মুক্ত থাকবে।
- "প্রত্যয়" স্কিমে অংশগ্রহনকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মী এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য ধার্যকৃত মাসিক চাঁদা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একত্রে পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে জমা করতে হবে।
- পনশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে পেনশনারের ব্যাংক এ্যাকাউন্টে মাসিক পেনশনের টাকা জমা হবে।
- মূল বেতনের ভিত্তিতে মাসিক চাঁদার হার নিরূপিত হবে বিধায় চাঁদার হার পরিবর্তিত হবার সুযোগ থাকবে এবং চাঁদা ভগ্নাংশের পরিবর্তে নিকটবর্তী পূর্ণ টাকায় প্রদেয় হবে এবং কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত চাঁদার ভিত্তিতে মাসিক প্রাপ্য পেনশন নিরূপিত হবে।

বিভিন্ন দপ্তর প্রধানের সাথে সভা









বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শেখ ইউসুফ হারুন , বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব লাকমান হোসেন মিয়া, এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব সাইত্বর রহমান ও বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান এর সাথে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কবিরুল ইজদানী খান সর্বজনীন পেনশন স্কিম এর বিভিন্ন সুবিধা এবং প্রত্যয় স্কিম নিয়ে আলোচনা করেন।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নিউজ বুলেটিন 'সর্বজনীন পেনশন বার্তার' ১ম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মুখপত্র হিসেবে 'সর্বজনীন পেনশন বার্তা' নামে একটি বুলেটিন প্রকাশ করা হয়েছে। ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি. তারিখ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রম নিয়ে 'সর্বজনীন পেনশন বার্তা' শিরোনামে বুলেটিনের ১ম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। এ উপলক্ষে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ওয়াসিকা আয়শা খান, এমপি। এ সময় অর্থ বিভাগের সচিব ড. মো: খায়েরুজ্জামান মজুমদার, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কবিরুল ইজদানী খান, অর্থ বিভাগের বিভিন্ন উইংয়ের অতিরিক্ত সচিবগণ এবং জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের উধর্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী



বুলেটিনের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আশা প্রকাশ করেন যে, এ বুলেটিনের মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ আরো বিস্তারিত জানতে পারবে এবং উপকৃত হবে।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে মাঠ প্রশাসনের অনন্য ভূমিকা

সর্বজনীন পেনশনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে মাঠ প্রশাসন বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং মাঠ প্রশাসনকে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের বিভাগভিত্তিক মনিটরিং-এর দায়িতৃ প্রদান করা হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ নিয়মিতভাবে বিভাগ, জেলা ও উপজেলাভিত্তিক নিবন্ধন কার্যক্রম মনিটরিং ও বাস্তবায়ন করছেন। বিভাগীয় পর্যায়ে সর্বজনীন পেনশন মেলা ও কর্মশালার আয়োজন করে সকল শ্রেনী-পেশার জনগণকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ছানীয় জনগনের মধ্যে বিতরণের জন্য জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ থেকে মাঠ প্রশাসনের নিকট ইতোমধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যাক ফ্লায়ার ও বুকলেট প্রেরণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে। এছাড়া সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে UDC (ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার) উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করণের লক্ষ্যে বৃহৎ করদতা ইউনিটের উদ্যোগে বিগত ৫ জুন ১০টি বৃহৎ করদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এনজিও কর্মীদের সর্বজনীন পেনশন স্বিমের প্রগতি স্কীমে নিবন্ধনে দুটি বৃহৎ এনজিও 'পপি' এবং 'এসকেএস' ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের নিবন্ধন কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। বিভাগীয় পেনশন মেলার সাথে সাথে জেলা পর্যায়ে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় পেনশন মেলার আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।





বিভাগীয় পেনশন মেলা ও কর্মশালা, রাজশাহী

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় এর যৌথ আয়োজনে ১৯ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ রাজশাহীতে সর্বজনীন পেনশন বিষয়ক বিভাগীয় পেনশন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ে জনগণকে অবহিতকরণ এবং এ স্কিমের সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে এ পেনশন মেলা আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নগরীর হাজী মুহম্মদ মুহসীন সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত 'রাজশাহী বিভাগীয় পেনশন মেলা-২০২৪' এর উদ্বোধন করেন। একই দিনে সর্বজনীন পেনশন কর্মশালায় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোক্রেভিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা। রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ হুমায়ূন কবির অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।





বিভাগীয় পেনশন মেলা ও কর্মশালা, রংপুর

৫ মে ২০২৪ তারিখ রংপুরে বিভাগীয় সর্বজনীন পেনশন মেলা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও বিভাগীয় প্রশাসন, রংপুর কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত দিনব্যাপি এ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মো: তোফাজ্জল হোসেন মিয়া প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে জনগণকে সর্বজনীন পেনশন ক্ষিমে নিবন্ধনে উদ্বুদ্ধ করেন। অর্থ সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কবিরুল ইজদানী খান এবং পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১২৫টি স্থল অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রংপুর বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ জাকির হোসেন।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম



৩১ মার্চ ২০২৪ খ্রি, রবিবার জেলা প্রশাসন, মুন্সীগঞ্জ এর আয়োজনে সর্বজনীন পেনশন বিষয়ক দিনব্যাপী ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।জেলা শিল্পকলা অভিটোরিয়ামে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব আবৃজ্ঞাছর রিগন বিপিএএ, জেলা প্রশাসক মুন্সীগঞ্জ। এ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন জেলা প্রশাসকের কর্মকর্তাবৃদ্দ, জেলা পর্বায়ের সরকারি-বেসবকারি কর্মকর্তার, ইউনিয়ন পরিষদের সচিব এবং ইউনিয়ন ভিজিটাল সেন্টারের উদ্যোভাত্বৃদ্দ।উজ ওয়ার্কশপে জাতীয় পেনশন কর্পুশক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থেকে সর্বজনীন প্রশাসন বিষয়ক উপস্থাপনা ও প্রশ্লোক্তর প্রদান করেন অর্থ বিভাগের উপস্যতির জনাব মো: মাহাযুদ্ধ হক।



উপজেলা প্রশাসন, দাউদকান্দি, কুমিল্লা মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন পরিষদে উৎসবমুখর পরিবেশে হয়েছে সর্বজনীন পেনশন স্কিম অবহিতকরণ এবং স্পট রেজিট্রেশন।





উপজেলা প্রশাসন, লোহাগাড়া এর আয়োজনে "সর্বজনীন পেনশন স্কিম" এর উপজেলা বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটির সভা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের এসএমই পণ্য মেলা ও বাংলা একাডেমী বই মেলার স্টল



মে ১৯-২৫ ২০২৪ তারিখ Bangabandhu International Conference Center, ঢাকায় অনুষ্ঠিত এসএমই মেলায় সর্বজনীন পেনশন স্কিমের উল।মেলা উল্লোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।



সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে নানাবিধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলা একাডেমি, কর্তৃক আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা-২০২৪ এ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ অংশগ্রহণ করে।

বিদেশে বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম



বাংলাদশ দূতাবাস লেবানন এর উদ্যোগে সাইপ্রাস প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে পেনশন ক্ষিমের লিফলেট বিতরণ ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।এ সময় লেবাননে নিযুক্ত মান্যবর রাষ্ট্রদূত এয়ার ভাইস মার্শাল জনাব জাভেদ তানভীর খান উপস্থিত ছিলেন।



বাংলাদেশ হাইকমিশন, মালয়েশিয়ার উদ্যোগে সর্বজনীন পেনশনের প্রবাস স্কিম বিষয়ে বাংলাদেশী প্রবাসীদের অংশগ্রহনে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়।এ সময় মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত মান্যবর রাষ্ট্রদৃত জনাব মোঃ শামীম আহসান উপস্থিত ছিলেন।





